দৈনিক
আমাদের সময়

17 JAN 2017

প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চায় গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরিমার্জন ও পাঠ্যবই মুদ্রণের কর্তৃত্ব পেতে চায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে এই স্তরের পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ডের আদলে পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডও গঠনের চিন্তা করছে এই মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ে ভুলের ছড়াছড়িতে বিব্রত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১৭ সালের প্রাথমিক স্তরের নতুন বইয়ের পাঠক্রম নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে সর্বত্র। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় রয়েছে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই। কিন্তু এসব বই ছাপানোর দায়িত্ব পালন করে আসছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এনসিটিবি হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। পাঠ্যবইয়ে ভুল কেলেঙ্কারিতে এনসিটিবি-শিক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ত্রিমুখী টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। ভুলের দায় নিয়ে চলছে কাদা ছোড়াছুড়ি।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল সোমবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে আমাদের সময়কে বলেন, পাঠ্যবইয়ে ভুলের ঘটনায় তদন্ত চলছে। বই ছাপানোর দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন। বই আমাদের হলেও আমাদের কোনো খবরদারি নেই ওখানে। আমরা চাহিদা দেই। তারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই সরবরাহ করে থাকে। এনসিটিবির বিশেষজ্ঞরা বই প্রণয়ন ও পরিমার্জনের দায়িত্ব পালন করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামীতে এনসিটিবির আদলে প্রতিষ্ঠান করে নিজ দায়িত্বে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পৃথক বোর্ড গঠনের চিন্তা করছি। পৃথক প্রতিষ্ঠান হলে পাঠ্যবই প্রণয়ন, পরিমার্জন, মুদ্রণ, বিতরণ সব এক জায়গায় হবে। তখন ভুলভ্রান্তির দায় যেমন আমাদের থাকবে, আবার শোধরানোর দায়িত্বও আমাদের ওপরই থাকবে।

দেশের কোনো-কোনো শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৪-৫ লাখ শিক্ষার্থী উল্লেখ করে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক স্তরে ৩০-৩১ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটি বোর্ডের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছি। এটিও মন্ত্রণালয়ের একটি চাওয়া।

মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে প্রাথমিক স্কুলগুলো রয়েছে তার সংস্কার, মেরামতের জন্য পৃথক প্রাথমিক প্রকৌশল অধিদপ্তর নেই। আমরা স্কুল নির্মাণের জন্য এলজিআরডির শরণাপন্ন হই। তাই এটি করাও আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত হলেও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কর্তৃত্ব রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কর্তৃত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর নিয়েও রয়েছে দ্বন্দ্ব। এক মন্ত্রণালয়ের কর্ণধার বলছেন– দায়িত্ব দিতে চাই, আরেকজন বলছেন দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে না। দুই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী একসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন করে দায়িত্ব হস্তান্তরের ঘোষণা দিলেও তার কোনো দৃশ্যত বাস্তবায়ন নেই।

এদিকে, সম্প্রতি প্রাথমিক স্তরের বইয়ে ভুলত্রুটি ইস্যুটি দুই মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কের চূড়ান্ত ছেদ পড়ে। এই থেকে পৃথক পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠনের পথে হাঁটতে চায় গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জনের জন্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে এনসিটিবি। এই প্রতিষ্ঠান প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল ও ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কাজ সম্পাদন করে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সংখ্যা অনুসারে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান।